অলৌকিক কার্য

তাঁকে প্রকাশ করা হোক

অলৌকিক কার্য

তাঁকে প্রকাশ করা হোক

EVERY NATION

© সকল স্বত্তাধিকার এভ্রি ন্যাশন চার্চ ও মিনিস্ট্রি ২০২৩ কর্তৃক সংরক্ষিত

উল্লেখিত বাইবেলের সকল উদ্ধৃতি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *বাংলা সমকালীন অনুবাদ* থেকে নেওয়া। এভ্রি ন্যাশন মিনিষ্ট্রি ও এভ্রি ন্যাশন বাংলাদেশ কর্তৃক অধিকার সংরক্ষিত ও প্রকাশিত।

EveryNation.org/Fasting   #ENfast2023

সূচিপত্র

উপবাসের জন্য প্রস্তুতি	২
আমার পরিকল্পনা	৫
ভূমিকা: অলৌকিক কার্য বিষয়ের উদ্দেশ্য	১৪
দিবস ১: পঞ্চাশত্তমীর দিন	১৮
দিবস ২: সুস্থ্যতা	২২
দিবস ৩: সরবরাহ	২৬
দিবস ৪: নির্দেশনা	৩০
দিবস ৫: উদ্ধার	৩৪
উপসংহার: সুরক্ষা	৩৮

উপবাসের জন্য প্রস্তুতি

উপবাস কেন?

উপবাস হলো একটি আত্মিক উপাদান যা ঈশ্বর তাঁর স্বর্গরাজ্য বিস্তারে, জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে, পুণর্জাগরণ তৈরিতে, ও মানুষের জীবনে বিজয় আনয়নে ব্যবহার করেন। এভ্রি ন্যাশন মন্ডলী এবং ক্যাম্পাস মিনিস্ট্রি প্রতি বছর ৫ দিন ব্যাপী প্রার্থনা আর উপবাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নম্র ও আগমনী বছরে নিজেদেরকে তাঁর নিকট পবিত্র উপস্থাপন আর সমবেতভাবে সাফল্যের জন্য সম্মতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে শুরু করে।

যীশু উপবাস করেছিলেন।

> এরপর দিয়াবল যেন যীশুকে পরীক্ষা করতে পারে তাই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। একটানা চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে উপোস করে কাটানোর পর যীশু ক্ষুধিত হলেন। *মথি ৪:১-২ পদ।*

> এরপর যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে জর্দান নদী থেকে ফিরে এলেন: আর আত্মার পরিচালনায় প্রান্তরের মধ্যে গেলেন। *লূক ৪:১৪ পদ।*

যীশু জানতেন যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে আত্মিক শক্তির দরকার হবে। উপবাস আমাদেরকে ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনে আত্মিকভাবে শক্তিশালী করে।

উপবাস নম্রতা ও পবিত্রকরণের একটি উপায়

> অহবা নদীর কাছে আমি ঘোষণা করলাম, ঈশ্বরের কাছে আমাদের বিনীত প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা সকলে উপবাস করব। ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের ও আমাদের সন্ততিদের এবং আমাদের বিষয় সম্পত্তির নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। *ইষ্রা ৮:২১ পদ।*

প্রার্থনা এবং উপবাসের মাধ্যমে আমরা যখন আমাদের নম্র করি, তখন ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন।

উপবাস আমাদেরকে পবিত্র-আত্মা সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে সহায়তা করে।

> তাঁরা প্রভুর সেবায় রত ছিলেন ও উপবাস করছিলেন। সেই সময় একদিন পবিত্র আত্মা বললেন, ‘বার্ণবা ও শৌলকে আমার জন্য পৃথক করে দাও; কারণ একটি বিশেষ কাজের জন্য আমি তাদের মনোনীত করেছি। *প্রেরিত ১৩: ২ পদ।*

সহজাত বাসনা ও জাগতিক বিভ্রান্তিমূলক বস্তুকে উপেক্ষা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের প্রতি আরও সংবেদনশীল ও মনোযোগী হয়ে উঠি। তারপর আমরা আরও বেশি নিজেদের ঈশ্বরের কাছে মনোনিবেশ ও তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সঁপে দিতে সক্ষম হই।

উপবাস আত্মিক পুণর্জাগরণ ঘটায় ।

> তোমার লোকেরা প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষকে পুনঃনির্মাণ করবে এবং বহুকাল পূর্বের ভিত্তিমূলগুলি আবার গেঁথে তুলবে; তোমাকে বলা হবে ভগ্ন প্রাচীরগুলির মেরামতকারী, পথসমূহ ও বসবাসের স্থানগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী। *যিশাইয় ৫৮:১২ পদ।*

পুরো ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় যে, ঈশ্বর প্রার্থনা আর উপবাসে সাড়া দিয়ে পুনর্জাগরণের মাধ্যমে জাতিগণকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। উপবাস আমাদের প্রার্থনা ও যাচনায় বিজয় লাভে সাহায্য করে।

উপবাস স্বাস্থ্যকর।

বিষাক্ত পদার্থ থেকে উপবাস আপনার পাক-তন্ত্রকে পরিস্কার করে। চিকিৎসকেরা উপবাসকে বিশেষ কিছু চর্মরোগ ও ব্যাধির নিরাময় হিসেবে বিবেচনা করেন। উপবাস-শৃংখলা আমাদের জীবনের ক্ষতিকর আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

আপনার উপবাস পরিকল্পনা

> তারপর যিহোশূয় তাদের বললেন, "নিজেদের পবিত্র করো। আগামীকাল প্রভু তোমাদের উপস্থিতিতে কিছু আশ্চর্য কাজ করবেন"। *যিহোশূয় ৩:৫ পদ।*

প্রার্থনা করুন: উপবাসের পূর্বে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন করে সময় কাটান। প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার নির্দেশনা প্রত্যাশা করুন। ৭-৯ পৃষ্ঠার বর্ণানুযায়ী আপনার বিশ্বাসের লক্ষ্য ও আপনার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, মন্ডলী এবং জাতির জন্য বিশেষ প্রার্থনার বিষয় লিখে রাখুন।

সমর্পন করুন: আপনি যে ধরনের উপবাসের মধ্য দিয়ে যেতে চান তার জন্য প্রার্থনা করুন এবং সময়ের আগেই তাতে নিজেকে সমর্পণ করুন। ৫ম পৃষ্ঠায় আপনার পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করুন। আপনার সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করুন।

পদক্ষেপ নিন: উপবাসের আগে থেকেই খাবার অল্প পরিমানে খেতে শুরু করুন। উচ্চমাত্রার মিষ্টি আর চর্বি সমৃদ্ধ খাবার পরিহার করুন। উপবাস সপ্তাহে আপনার শারীরিক আর সামাজিক কার্যক্রম সীমিত করুন। উপবাস সপ্তাহের পুরো সময়টা জুড়ে আপনার সাথে থাকার জন্য কাউকে খুঁজে নিন আর ৫ম পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর নিন।

টীকা: আপনি যদি গর্ভবতী, সেবাগ্রহন বা প্রতিষেধক গ্রহন করে থাকেন তাহলে আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। আপনার বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে যদি আপনি পূর্ণ উপবাস করতে না পারেন তাহলে আপনার ক্ষেত্রে যা উত্তম মনে করেন তাতে সংকল্পবদ্ধ থাকুন।

উপবাসের সময় যা করণীয়

> কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন: ‘শাস্ত্রে একথা লেখা আছে, ‘মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে।” *মথি ৪:৪ পদ।*

লক্ষ্য রাখুন: কাজ-কর্ম করার সময় উপাসনার জন্য সময় আলাদা করে রাখুন। ঈশ্বরের বাক্য আর পবিত্র আত্মার পরিচালনার প্রতি সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকুন ।

প্রার্থনা করুন: আপনার স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অন্ততঃপক্ষে একটি প্রার্থনা সভায় অংশ গ্রহন করুন। সপ্তাহজুড়ে আপনার পরিবার, মন্ডলী, পালকদের, জাতি, ক্যাম্পাস ও মিশনের জন্য প্রার্থনা করুন।

পূর্ণ হউন: খাবারের সময়ে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করুন। পর্যাপ্ত পরিমানে পানি পান করুন আর যতটা আপনার পক্ষে সম্ভব বিশ্রাম নিন। শরীরের সাময়ীক দুর্বলতা আর সহিষ্ণুহীনতা ও বিরক্তিবোধের মতো মানসিক অসন্তোষ মোকাবিলা করুন।

উপবাস সমাপ্তিকরণ

> আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে আমরা যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর কাছে কিছু চাই তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন; আর আমরা যদি সত্যি জানি যে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন তবে জানতে হবে যে আমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছি তা পেয়ে গিয়েছি। ***১ম যোহন ৫:১৪-১৫ পদ।***

ভোজন করুন: শক্ত খাবার ধীরে ধীরে গ্রহন করুন। স্বাভাবিক খাদ্যাভাসে অভ্যস্থ হতে শরীর সময় নিতে পারে। প্রাথমিকভাবে ফল-ফলাধি, কোমল পানীয়/শরবত ও সালাদ দিয়ে শুরু করুন, আর তারপর যুক্ত করুন শাক-সব্জি। দিনব্যাপী অল্প পরিমানে খাবার গ্রহন করুন।

প্রার্থনা করুন: প্রার্থনা করা থামাবেন না! ঈশ্বরের বিশ্বস্থতা আর সময়ের উপর নির্ভর করুন। এই নব-উদ্ঘাটিত উৎসাহ সারা বছর ধরে রাখুন।

আমার পরিকল্পনা

দিবস ১

☐ শুধু পানি ☐ শুধু তরল খাবার ☐ শুধু ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন

দিবস ২

☐ শুধু পানি ☐ শুধু তরল খাবার ☐ শুধু ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

দিবস ৩

☐ শুধু পানি ☐ শুধু তরল খাবার ☐ শুধু ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

দিবস ৪

☐ শুধু পানি ☐ শুধু তরল খাবার ☐ শুধু ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

দিবস ৫

☐ শুধু পানি ☐ শুধু তরল খাবার ☐ শুধু ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

"আবার, আমি সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে দু'জন এই পৃথিবীতে একমত হয়ে যা কিছু চাইবে, আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের জন্য তাই করবেন।" ***মথি ১৮:১৯ পদ।***

আমার প্রার্থনা-সঙ্গী:

_____

আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ এই জন্য যে.

যেসব প্রার্থনার উত্তর পেয়েছি

উল্লেখযোগ্য মূহুর্ত, উত্তর পাওয়া প্রার্থনাসমূহ আর ২০২২ সালে প্রাপ্ত শিক্ষাসমূহের তালিকা তৈরি করুন।

২০২৩ সালে, আমি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ঈশ্বরের সন্ধান করব এবং বিশ্বাস করব:

ব্যক্তিগত বিশ্বাসের লক্ষ্যসমূহ

আত্মিক পুনর্জাগরণ • শারীরিক সুস্থতা • সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যতা • প্রচুর উদারতা. . .

আমার পরিবার

সম্পর্কের পুণঃস্থাপন • পরিবার-পরিজনের পরিত্রান...

আমার শিক্ষা/কর্মজীবন

উৎকর্ষ • পদোন্নতি. . .

আমার পরিচর্যা/মিনিস্ট্র

ছোট দলের উন্নতি করা • আমার সহকর্মী আর সহপাঠির পরিত্রান···

আমি যাদের জন্য প্রার্থনায় নিজেকে সমর্পণ করছি. . .

নাম	প্রার্থনার অনুরোধ

আমি যাদের জন্য প্রার্থনায় সমর্পন করছি....

আমার মণ্ডলী

মণ্ডলীর নেতৃত্ব • সরবরাহ • শীষ্যত্ব পরিচর্যা . . .

আমার সম্প্রদায়/সমাজ

ক্যাম্পাস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ • স্থানীয় সরকার • বহিঃপ্রচার সুযোগ. . .

আমার দেশ

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী • আত্মিক জাগরণ • অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি • শান্তি-শৃংখলা. . .

এভরি ন্যাশনের মন্ডলী রয়েছে

এভরি ন্যাশনের মন্ডলী নেই

বর্তমানে ৮০টি দেশে এভরি ন্যাশন মন্ডলীর কার্যক্রম রয়েছে

প্রত্যেক জাতীতে ক্যাম্পাস প্রচারমূখী মন্ডলী স্থাপনে ঈশ্বরের আহবান বাস্তায়ন করছে

আসুন এসব দেশের জন্য প্রার্থনা করি, ক্যাম্পাসকে অগ্রাধিকার দেই, ও সুখরের প্রভাবকে স্বীকৃতি দেই

অক্টোবর ২০২২ এর তথ্যানুযায়ী

এভরি ন্যাশন মন্ডলীহীন অবশিষ্ট ১১৫টি দেশের জন্য প্রার্থনা করতে থাকুন ও বিশ্বাস করুন যেন আরও মন্ডলী স্থাপনে ঈশ্বর সুযোগ তৈরি করেন।

আফগানিস্তান
আলবেনিয়া
এন্ডোরা
এঙ্গোলা
এন্টিগা এন্ড বারবোডা
আর্জেন্টিনা
আযারবাইজান
বাহামা
বারবেইডস
বেলারুস
বেলিয
বেনিন
বযনিয়া এন্ড হার্থসেগোভিনা
বালগেরিয়া
বার্কিনাফাসো

ক্যাইপভার্ড
ক্যামেরুন
সেন্ট্রাল আফ্রিকার রিপাবলিক
চাদ
চিলি
কমোরোস
কঙ্গো
কোস্টারিকা
কিউবা
সাইপ্রাস
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অভ কঙ্গো
ডেনমার্ক
জিবুটি
ডমিনিকা
ইকুআডোর

মিশর
এল সাল্ভাডোর
ইকোয়াটোরিয়াল গিনী
ইরেট্রিয়া
এস্তোনিয়া
ফিনল্যান্ড
গাম্বিয়া
জর্জিয়া
গ্রিস
গ্রেনেইডা
গুয়াটেমালা
গিনীয়া
গিনীয়া-বিসাও
গায়ানা
হাইতি
হন্ডিরাস

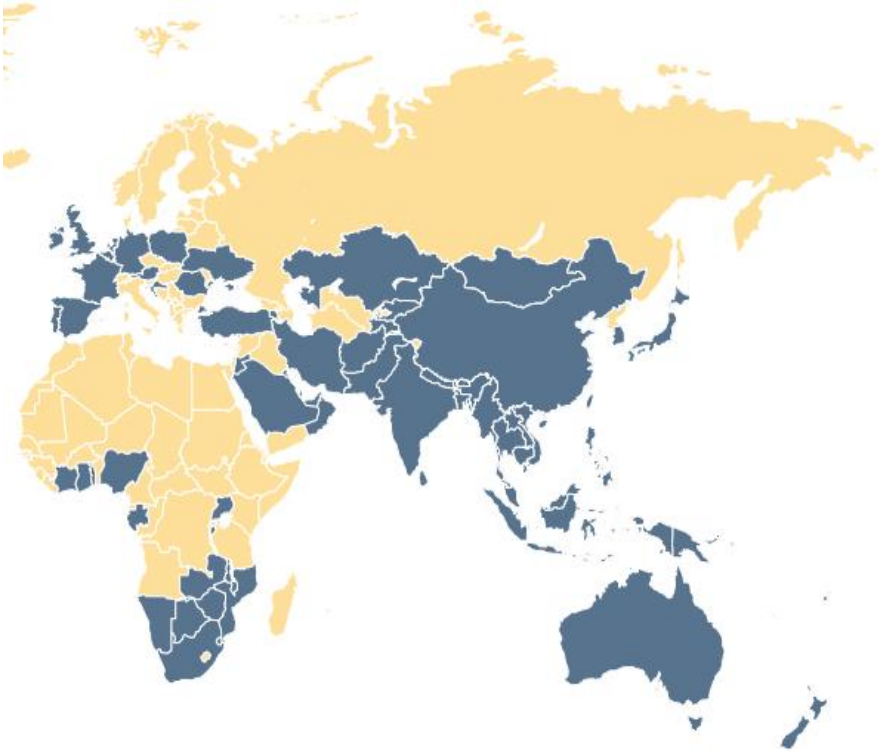

হাঙ্গেরী
আইসল্যান্ড
ইরাক
ইসরাইল
জ্যামাইকা
কেনিয়া
কিরিবাটি
লিবিয়া
লেবানন
লেসোটো
লাটভিয়া
লিকটেন্যাস্টেইন
লিথিউনিয়া
লুক্সেমবার্গ
ম্যাসিডোনিয়া
মাডাগাস্কার
মালি
মোল্টা
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ
মৌরিট্যানিয়া
মান্ডোবা
মাকাও
মন্টেনিগ্রো
মরক্কো
নাউওরু
উত্তর কোরিয়া
নরওয়ে
পালাও
প্যালেস্তিন
প্যারাগুয়ে
ওশিয়া
রোয়ান্ডা
সেন্ট কিট্স এন্ড নেভিস
সেন্ট লুসিয়া
সেন্ট ভিন্সেন্ট এন্ড দ্যা গ্রানেডাইন্স
সামোয়া
স্যান মারিনো
সাঁওটোমে এন্ড প্রিন্সিপে
সারবিয়া
সেইশ্যাল্স
স্লোভাকিয়া
স্লোভেনিয়া
সলোমন দীপপুঞ্জ
সোমালিয়া
দক্ষিণ সুদান
সুদান
সুরিনাম
সুইডেন
সুইৎযারল্যান্ড
সিরিয়া
তানজানিয়া
ত্রিনিদাদ ও টোবেগো
টিউনিশিয়া
তুর্কমেনিস্তান
টুভালু
ইউরোগুয়ে
উযবেকিস্তান
ভানুয়াটু
ভ্যাটিকান সিটি
ইয়েমেন

৪৬৬টি বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত মন্ডলী

১১৯টি চলমান মন্ডলী স্থাপন কার্যক্রম

আরও মন্ডলী প্রতিস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করুন

> তুমি আমার কাছে চাও, তাতে সম্পত্তি হিসাবে আমি তোমার হাতে অযিহূদী জাতিদের দেব; গোটা পৃথিবীটা তোমার অধিকারে আসবে। *গীতসংহিতা ২:৮ পদ।*

আমাদের চলমান মন্ডলী প্রতিষ্ঠা সমূহের জন্য প্রার্থনা করুন তারা শিষ্য তৈরি ও তাদের জনগোষ্টির চাহিদা পূরণ করছে এবং নতুন শহরে সুসমাচারের বার্তা প্রচার করছে।

এই দেশগুলির জন্য প্রার্থনা করুন যেখানে মন্ডলী স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

- আর্মিনিয়া
- অস্ট্রেলিয়া
- বোৎসোয়ানা
- ব্রাজিল
- কম্বোডিয়া
- ক্যানাডা
- চীন
- কলম্বিয়া
- ক্রোয়েশিয়া
- চেক রিপাবলিক
- ফ্রান্স
- হংকং
- ভারত
- ইন্দোনেশিয়া
- ইরান
- কাযাকস্থান
- মালাওয়ি
- মালেশিয়া
- মালদ্বীপ
- মউরিশাস
- মেক্সিকো
- মোযাম্বিক
- নেদারল্যা
- নিউ যিল্যান্ড
- নিকারাগুয়ে
- পাকিস্তান
- পানামা
- ফিলিপিন্স
- পর্তুগাল
- রোমানিয়া
- দক্ষিণ আফ্রিকা
- তাইওয়ান
- তাজিকিস্তা
- থাইল্যান্ড
- তিমুর-ল্যাস্টে
- সংযুক্ত আরব আমিরাত
- যুক্তরাজ্য
- যুক্তরাষ্ট্র
- ভিয়েটনাম
- যাম্বিয়া

অক্টোবর ২০২২ এর তথ্যানুযায়ী

১,০৭৪টি প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পাস মন্ডলী ও বহিঃপ্রচার

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মাধ্যমে সারাবিশ্বে পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্য

> সেইজন্য ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ কর যেন তিনি তাঁর ফসল কাটবার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। ***মথি ৯:৩৮ পদ।***

আমরা ক্যাম্পাসে সুসমাচার প্রচার করতে সমর্থ এমন মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করি কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে যদি আমরা ক্যাম্পাস পরিবর্তন করতে পারি তাহলে আমরা অবশেষে পরিবার, জাতি এবং বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারি। ক্যাম্পাস পরিচর্যার কাজ হলো কলেজ শিক্ষার্থীদের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়া, তারা ঠিক যে ক্যাম্পাসে আছে ঠিক সেখানেই। এটি হলো সেবার প্রতি, প্রভাবিত করা ও সুসমাচার প্রচার করতে যাওয়ার প্রতি একটি আহ্বান।

প্রার্থনা করুন:

- যেন নতুন বছরে সুসমাচারের সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা যায়।
- ক্যাম্পাসে কর্মরত পরিচর্যাকারীদের প্রজ্ঞা ও মন্ডলীর জন্য, যখন তারা সুসমাচার প্রচার করছে ও কলেজ শিক্ষার্থীদের শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলছেন।
- প্রার্থনা করুন যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকে যাতে শিক্ষার্থীদের সাথে সুসমাচরের বিষয় কথা বলা যায়।
- নতুন নতুন ক্যাম্পাসে যেন প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রার্থনা করুন 2023 GO সম্মেলনের জন্য

২০২৩ সালে, আমাদের ত্রিবার্ষিক GO সম্মেলনে সারা বিশ্ব থেকে এভরি ন্যাশন মন্ডলীর নেতৃবৃন্দরা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে মিলিত হবেন। এটি হবে উদযাপন আর শক্তিশালীকরণের সময়। বিশ্বাসে মিলিত হওয়ার সময় ক্যাম্পাসে সুসমাচার প্রচারমুখী আরও বেশি মন্ডলী স্থাপনে ঈশ্বর আমাদের জন্য কি করবেন আমরা তার জন্য অধিক আগ্রহী হয়ে আছি।

Visit **everynation.org/go2023** for more info.

ভূমিকা:

অলৌকিক কার্যের উদ্দেশ্য

প্রেরিত ১:৫-৮

৫[. . .] কারণ যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন ঠিকই, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম লাভ করবে।" ৬পরে তাঁরা যখন একত্র মিলিত হলেন, তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়লীয়দের কাছে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চলেছেন?" ৭তিনি তাঁদের বললেন, "পিতা তাঁর নিজস্ব অধিকারে যে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেসব তোমাদের জানার কথা নয়। ৮কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।."

আরও পড়ুন:

মথি ২৮:১৬-২০ পদ, যিরমীয় ৩২:২৭ পদ ও লূক ১৮:২৭ পদ

প্রেরিতের ১:৬-১১ পদকে প্রায়শঃই প্রেরিতদের সক্রিয় কার্যক্রমের প্রতিপাদ্য বিবৃতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যা পুস্তকটির অবশিষ্ট অংশের জন্য আবহ নির্ধারণ করে। এই অনুচ্ছেদে পাওয়া বিষয়-বস্তুগুলি পুরো পুস্তকজুড়ে বিদ্যমান---যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র আত্মা আসলে পর প্রেরিতেরা শক্তি পাবে, পরিচালনা দেবেন ও ঈশ্বরের লোকদের তাঁর স্বর্গরাজ্য বিস্তারে নির্দেশনা দেবেন। মথির ২৮ অধ্যায়ে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে "যাও সমস্ত জাতিতে শিষ্য কর" মহা আজ্ঞাটি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রেরিত ১ অধ্যায়ের ৮ পদে এরকম পরিচর্যা কাজ সম্পাদনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি তিনি প্রদান করেন।

পুরো পুরাতন নিয়ম জুড়ে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের আত্মা অলৌকিক কাজ করার নিমিত্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষের উপর এসেছিলেন এবং তারপর তাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন নিয়মে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের অলৌকিক ঘটনার পরে, সেই আত্মাকে ঈশ্বরের লোকেদের সাথে থাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে আমাদের সাথে বাস করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

পবিত্র আত্মার উপহারের মাধ্যমে, যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর সাক্ষী হতে এবং ঈশ্বরকে সম্মানিত করে এমন জীবন-যাপন করার জন্য এই অলৌকিক শক্তি দেন।

সমস্ত প্রেরিত পুস্তক জুড়ে আমরা যে কাহিনীসমূহ দেখতে পাই তা সবই অলৌকিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। মিরাকল বা অলৌকিকতাকে মিরিয়াম অভিধান "মানুষের বিষয়াধিতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। ঈশ্বর এখনও মানুষের কাজে অলৌকিকভাবে হস্তক্ষেপ করছেন, এমনকি আজও সুসমাচারের সত্যতার সাক্ষ্য বজায় রাখতে তিনি এখনও কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে ভালবাসেন। তিনি তাঁর লোকেদের কাছে তাদের মাধ্যমে ও জগতের জন্য তাঁর ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ শক্তি প্রদর্শন করেন।

প্রেরিতের ১ অধ্যায়ের অলৌকিক কাজ সবসময় পরিচর্যা কাজে সম্পৃক্ত ছিল যাতে তাঁর পরিচর্যা কাজে আমরা ঈশ্বরের, তাঁর মহত্বের এবং তাঁর শক্তি বা পরাক্রমের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করি। ঈশ্বর অলৌকিক কাজ করেন যাতে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি এবং তাঁকে জানাতে পারি।

ঈশ্বর স্বর্গীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন এমন কোনো মূহুর্ত কী আপনার জীবনে আছে?

ঈশ্বরের পরাক্রম ও মহত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একটি সময় বেছে নিন।

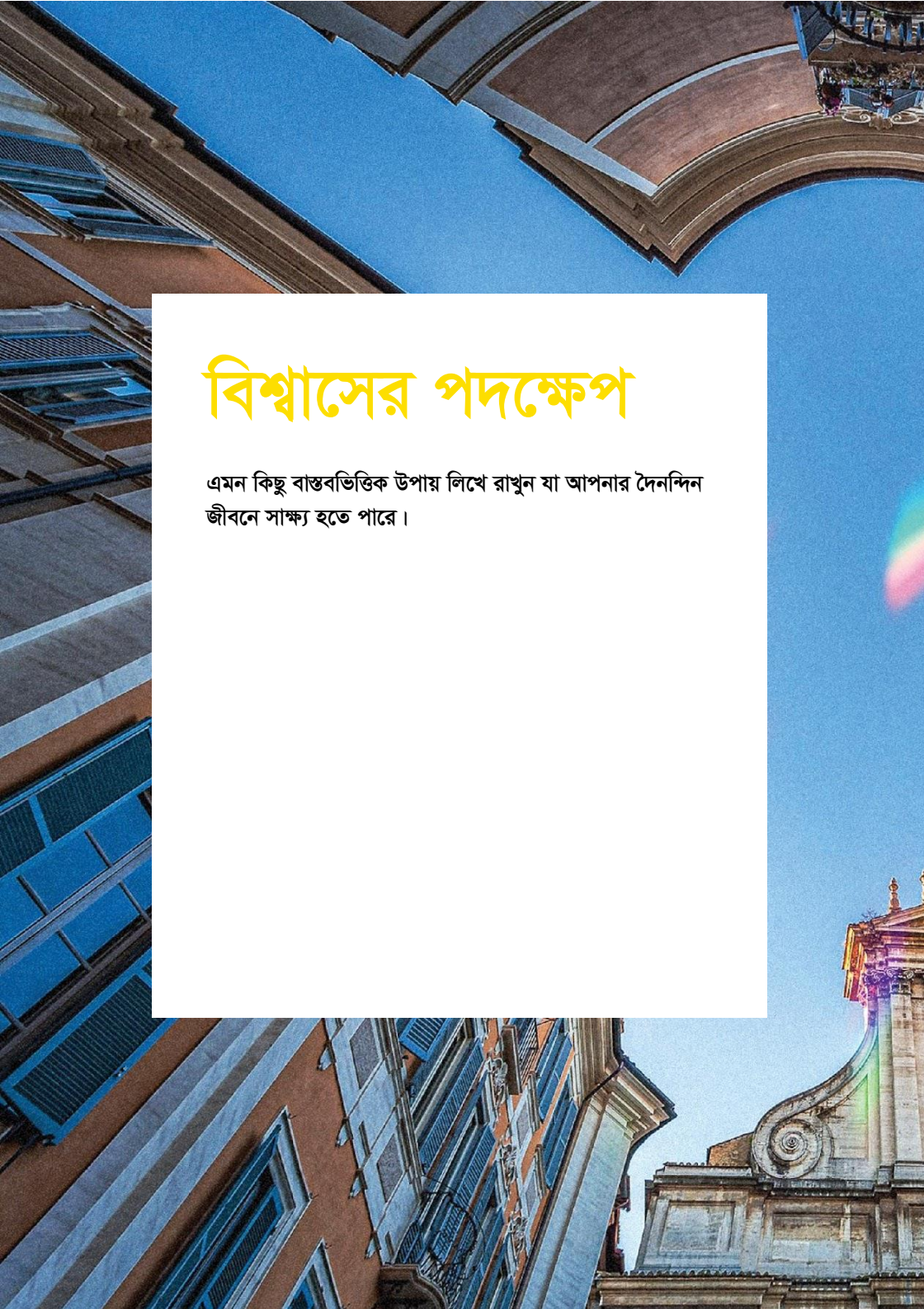

বিশ্বাসের পদক্ষেপ

এমন কিছু বাস্তবভিত্তিক উপায় লিখে রাখুন যা আপনার দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষ্য হতে পারে।

স্বর্গস্থ পিতা, আমাদের পরিস্থিতিকে ভালোর দিকে পরিবর্তন করার জন্য আমাদের ভগ্ন জগতে অবতরণ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার বাক্য অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ যা তোমার ভালবাসা, পরাক্রম এবং মঙ্গলময়তা প্রদর্শন করে। তুমি যে সবকিছু করতে পার তা সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করতে পারি তার জন্য আমি প্রার্থনা করি তুমি যেন, আমার অন্তরকে উন্মুক্ত কর। তুমি সর্বশক্তিমান, দয়ালু এবং প্রশংসার যোগ্য, এবং আমার জীবনে ও এই সপ্তাহে তোমার কাজ দেখার জন্য আমি প্রস্তুত। যীশুর নামে আমি প্রার্থনা করি,

আমিন।

দিবস ১:

পঞ্চাশত্তমী

১৪ প্রেরিত ২:১-৮ পদ

১এর কিছু দিন পরে পঞ্চাশত্তমী-পর্বের দিনে শিষ্যেরা এক জায়গায় মিলিত হলেন। ২তখন হঠাৎ আকাশ থেকে
জোর বাতাসের শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল।
৩শিষ্যেরা দেখলেন আগুনের জিভের মত কী যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাঁদের প্রত্যেকের উপর এসে বসল।
৪তাতে তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হলেন এবং সেই আত্মা যাকে যেমন কথা বলবার শক্তি দিলেন সেই
অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ৫সেই সময় জগতের নানা দেশ থেকে ঈশ্বরভক্ত যিহূদী
লোকেরা এসে যিরূশালেমে বাস করছিল। ৬তারা সেই শব্দ শুনল এবং অনেকেই সেখানে জড়ো হল। নিজের
নিজের ভাষায় শিষ্যদের কথা বলতে শুনে সেই লোকেরা যেন বুদ্ধিহারা হয়ে গেল। ৭তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল,
"এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা কী সবাই গালীলের লোক নয়? ৮যদি তা-ই হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকে কী
করে নিজের নিজের মাতৃভাষা ওদের মুখে শুনছি?

১৪তখন পিতর সেই এগারোজন শিষ্যের সংগে দাঁড়িয়ে জোরে সেই সব লোকদের বললেন, "যিহূদী লোকেরা আর
যাঁরা আপনারা যিরূশালেমে বাস করছেন, আপনারা জেনে রাখুন এবং মন দিয়ে আমার কথা শুনুন।

আরও পড়ুনঃ

প্রেরিত ২:৯-৪১ পদ, যাত্রাপুস্তক ৪:১০-১২ পদ, যিশাইয় ৫২:৭ পদ ও রোমীয় ১০: ১৪-১৭ পদ

যিহুদী ঐতিহ্য অনুযায়ী, পঞ্চাশত্তমীর উৎসব ছিল গমের ফসলের প্রথম অংশকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের একটি সময়। প্রেরিত পুস্তকের ২ অধ্যায়ে শিষ্যরা পঞ্চাশত্তমীর সময় এক ভিন্ন রকমের ফসলের উদ্‌যাপন করেন, তা ছিল সুসমাচারে প্রতি সাড়া দেয়া লোকদের ফসল।

প্রেরিত ১ অধ্যায়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন যে তারা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর সাক্ষ্য বহন করবে, আর তারপর প্রেরিত ২ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে তিনি তাদের পবিত্র আত্মার শক্তি দেন, এটি এমন এক উপহার যা ঈশ্বরের আহ্বান পরিপূর্ণ করতে অত্যাবশ্যক।

পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরের দান, যা বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করেন এবং তা আমাদের কেবল খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনে শক্তিশালী করে তোলে তা নয়, বরং অলৌকিক কার্য সাধনেও আমাদের সাহায্য করে। বিশ্বাসীদের মাধ্যমে সম্পাদিত হওয়া প্রতিটি অলৌকিক চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ আমাদেরকে যীশুর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের অলৌকিক ঘটনার দিকে নির্দেশ করে।

তবুও, চলুন যীশুর মহা আজ্ঞায় ফিরে যাওয়া যাক। যীশু এখানে তাঁর অনুসারীদেরকে গিয়ে সমস্ত জাতির মধ্যে শিষ্য করার আদেশ দেন। যা অসম্ভব শোনাতে পারে, কিন্তু এখানেই আমরা বিশ্বাস এবং বাধ্যতার সাথে ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করি। আমরা যা করতে পারি না তা করার জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের শক্তিশালী করেন। আর এই পঞ্চাশত্তমীর দিনেই যীশুর শিষ্যরা এই অবিশ্বাস্য উপহারটি গ্রহন করেন।

প্রেরিতের ২ অধ্যায়ে আমরা যা লক্ষ্য করি তা হলো একটি অলৌকিক ঘটনা। পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর আবর্তিত হলে তারা এমনভাবে নতুন নতুন ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন যাতে সবাই প্রত্যেক ভাষায় সুসমাচার শুনতে পায়। প্রত্যেকে যখন তাদের নিজেদের স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে তখন জমায়েত হওয়া লোকজন বিস্মিত হয়ে উঠে কারণ প্রত্যেকে "ঈশ্বরের শক্তিশালী বাক্য" শুনছিল (প্রেরিত ২:১১পদ)। আরও লোকজন জড়ো হতে শুরু করে এবং, এমনকি কিছু সন্দেহবাদী মানুষ কী ঘটছিল তা নিয়ে সন্দেহ করা শুরু করে, তখন ঈশ্বর পিতরকে কার্যকরভাবে তাঁর বাক্য প্রচার করার ক্ষমতা দেন আর তার প্রচারের কারণে সে মূহুর্তে ৩,০০০ মানুষ পাপের অনুশোচনা করে ও সুসমাচার গ্রহন করে!

সর্বদা উপস্থিত ও পবিত্র আত্মায় শক্তিশালী হওয়া এই একই উপহার আজও আমাদের জন্য বিদ্যমান। কিন্তু এই উপহার শুধু আমাদের জন্য না। এই উপহার এই জন্য দেওয়া হয় যাতে জগৎ এক সত্য ঈশ্বরকে জানতে পারে। তিনি আমাদের সঠিকতা এবং সাহসিকতার সাথে তাঁর সুসমাচার প্রচার করার ক্ষমতা দেন।

মহা আজ্ঞার প্রতি আহ্বান আমাদের কাছে অপ্রস্তুত বা অযোগ্য মনে হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সাহায্যকারী পবিত্র আত্মা ছাড়া আমাদের তাঁর পরিচর্যার ভার দেন না। এই উপহারের মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর রাজ্যকে এগিয়ে নিতে অলৌকিক উপায়ে আমাদের ব্যবহার করতে পারেন।

পবিত্র আত্মার সাথে কি আপনার কখনও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হয়েছিল? শেষ কোন্ সময়টিতে ঈশ্বর তাঁর আত্মায় আপনাকে নতুন করে পূর্ণ করেছিলেন?

সুখবর বা সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার দানের প্রতি নির্ভরতা আপনাকে কিভাবে পরিবর্তন করে?

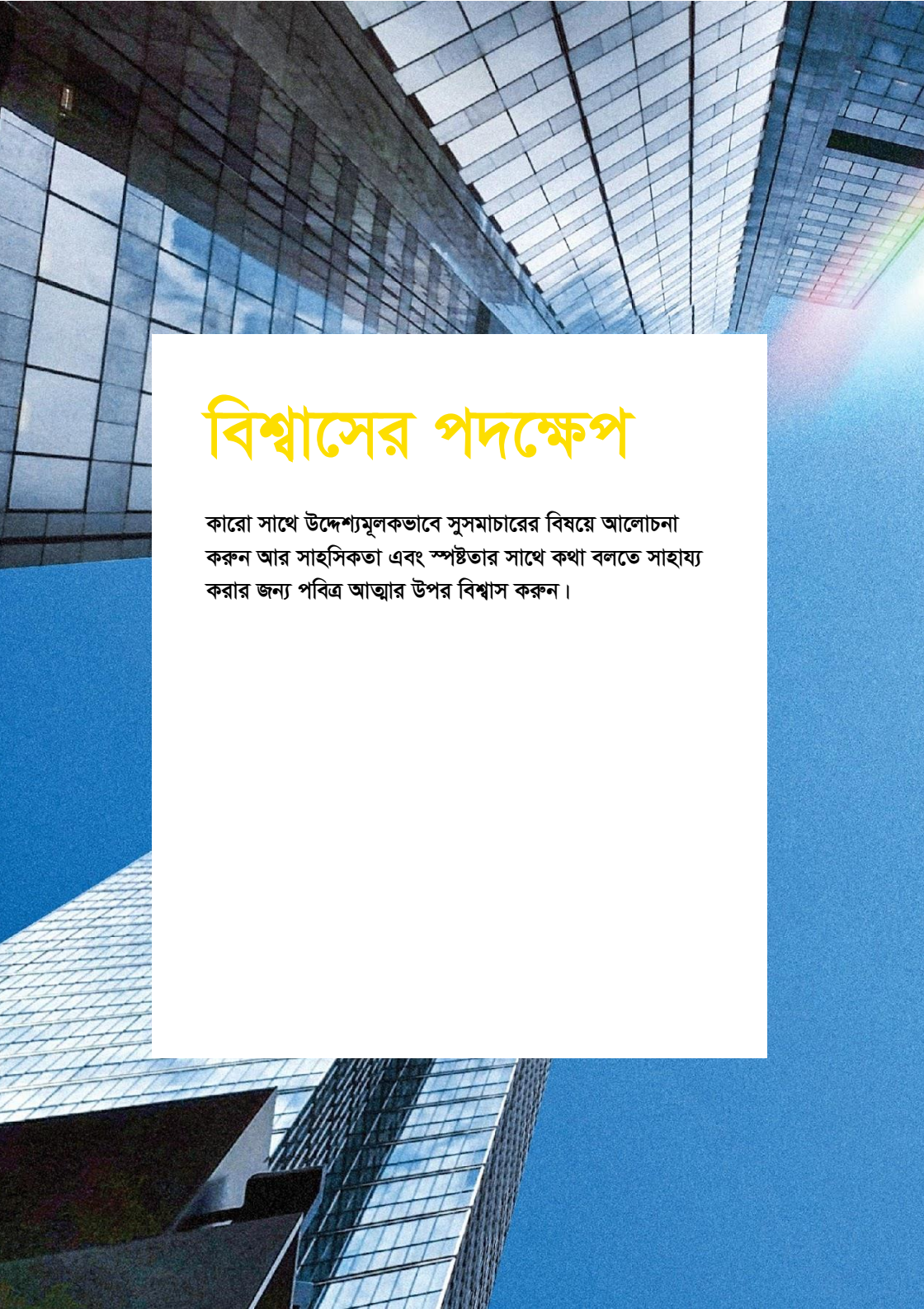

বিশ্বাসের পদক্ষেপ

কারো সাথে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সুসমাচারের বিষয়ে আলোচনা করুন আর সাহসিকতা এবং স্পষ্টতার সাথে কথা বলতে সাহায্য করার জন্য পবিত্র আত্মার উপর বিশ্বাস করুন।

ঈশ্বর, তোমার পবিত্র আত্মার উপহারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। বিশ্বাস এবং প্রত্যাশার সাথে তাঁকে আমার জীবনে আহ্বান জানাই। সাহসিকতা এবং আন্তরিকতার সাথে ফলপ্রসু বিশ্বাসী জীবন-যাপন করার শক্তি দানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সুসমাচার আমার প্রতিবেশী এবং জাতির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার আহ্বান গ্রহণ করেছি। আমি জানি তুমি আমার সাথে আছো। কিভাবে পরিচর্যার জীবন-যাপন করতে হয় তা আমাকে প্রদর্শন কর যাতে অন্যরা তোমার সুসমাচারের অনুগ্রহ এবং মহত্ব জানতে পারে। যীশুর নামে আমি প্রার্থনা করি,

আমিন।

দিবস ২:

সুস্থতা

প্রেরিত ৩:১-১০ পদ

১একদিন বেলা তিনটায় প্রার্থনার সময়ে পিতর ও যোহন উপাসনা-ঘরে যাচ্ছিলেন। ২লোকেরা প্রত্যেক দিন একজন
লোককে বয়ে এনে উপাসনা-ঘরের সুন্দর নামে দরজার কাছে রাখত। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিল। যারা উপাসনা-
ঘরে যেত তাদের কাছে ভিক্ষা চাইবার জন্য তাকে সেখানে রাখা হত। ৩পিতর ও যোহনকে উপাসনা-ঘরে ঢুকতে
দেখে সে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইল। ৪পিতর ও যোহন সোজা তার দিকে তাকালেন। তার পরে পিতর বললেন,
"আমাদের দিকে তাকাও।" ৫তখন সেই লোকটি তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় তাঁদের দিকে তাকাল।
৬তখন পিতর বললেন, "আমার কাছে সোনা-রূপা কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা-ই তোমাকে দিচ্ছি। নাসরতের যীশু
খ্রীষ্টের নামে উঠে দাঁড়াও ও হাঁট।" ৭পরে তিনি লোকটির ডান হাত ধরে তাকে তুললেন আর তখনই তার পা ও
গোড়ালি শক্ত হল। ৮সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং হাঁটতে লাগল। পরে সে হাঁটতে হাঁটতে, লাফাতে লাফাতে
এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে তাঁদের সংগে উপাসনা-ঘরে গেল। ৯-১০লোকেরা তাকে হাঁটতে ও ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে দেখে চিনতে পারল যে, এ সেই একই লোক, যে উপাসনা-ঘরে সুন্দর নামে দরজার কাছে বসে
ভিক্ষা করত। তার সাথে যা ঘটেছিল তাতে লোকেরা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

আরও পড়ুনঃ

লূক ৫:১৭-২৬ পদ, যাকোব ৫:১৪-১৫ পদ ও যিরমীয় ১৭:১৪ পদ

যখন আমরা বাক্যে এ ধরনের কোনো অনুচ্ছেদ পড়ি, তখন আমরা শিষ্যদের সহজে সনাক্ত করতে পারি, কিন্তু আমরা যদি অনুচ্ছেদটি ভিক্ষুকটির দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ি তাহলে কাহিনীটির অর্থ কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে?

বছরের পর বছর ধরে, লোকজন তাকে উপাসনালয়ের দরজায় অর্থ ভিক্ষা করার জন্য পৌঁছে দিয়ে আসছিল। ভিক্ষুকটি যেহেতু কাজ করতে পারতেন না, তাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এটাই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। তখনকার আইন অনুযায়ী "অশুচি" কাউকে সম্পূর্ণরূপে উপাসনালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়াটা ছিল নিষিদ্ধ। উপাসনালয়ের দরজা পর্যন্ত তিনি যেতে পারতেন, এর বাইরে নয়।

এটাই যদি হয়ে থাকে আপনার জীবনের বাস্তবতা তাহলে চিন্তা করে দেখুন ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হতে পারে। *তিনি কী সত্যিই আছেন? তিনি কী আমাকে দেখেন? তিনি কী আমাকে আদৌ আমার ব্যাপারে ভাবেন? তিনি কী চাইলেও আমার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন?* খোঁড়া সে লোকটির কাছে প্রতিটি দিনই ছিল বিগত দিনের মত। কিন্তু শিষ্যদের সাথে কেবল এক সাক্ষাতই সব বদলে গেল।

পিতর আর যোহন যখন ভিক্ষুকটির সাথে কথা বলছিলেন তখন ভিক্ষুকটি শুনতে পায় "আমাদের দিকে তাকাও"। সে সম্ভবত ধারনা করেছিলো যে তারা হয়তো তাকে কিছু অর্থ-কড়ি দিতে দেবে, কিন্তু সে ধারণাই করতে পারে নাই যে, সে অর্থের চেয়েও উত্তম কিছু লাভ করতে যাচ্ছে। পিতর তাকে বলেন, "আমার কাছে সোনা-রূপা কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা-ই তোমাকে দিচ্ছি। নাসরতের যীশু খ্রীষ্টের নামে উঠে দাঁড়াও ও হাঁট!" (প্রেরিত ৩:৬) ৬)

ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সে সুস্থ হয়েছিলো! কিন্তু অলৌকিক এই মূহুর্তটি তার শরীরকে সুস্থতা-দানের চেয়েও আরও বেশি কিছু করেছে।

তার শারীরিক সুস্থতা তাকে লাফিয়ে উঠে প্রশংসা করার ক্ষমতা দান করে এবং আগে যতটুকু পর্যন্ত উপাসনালয়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল তারচেয়েও বেশি দূরে তিনি গিয়েছিলেন। অধিকন্তু, এই সুস্থতা তার কাছে এবং অন্যদের কাছে প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর কেবল শক্তিশালীই নন বরং তিনি মহৎও। তিনি তার সন্তানদের কথা ভুলে যান না। তিনি স্বর্গকে জগতে নিয়ে আসার মাধ্যমে আমাদের বাস্তবতায় পদার্পন করেছেন।

যারা ভিক্ষুককে চিনতে পেরে আর অলৌকিক ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল এবং বিস্ময়ে ভরে গিয়েছিল, আর তা ছিল কেবল সূচনা। ভিক্ষুকটির সাথে সেই আকস্মিক সাক্ষাতের কারণে বিশাল জনতার মাঝে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য পিতরের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর সেই পরিচর্যার মাধ্যমে, প্রেরিত ৪:৪ পদ আমাদের বলে যে ৫,০০০ জনেরও বেশি লোক যীশুকে গ্রহণ করে।

আমরা যেমনটি এই কাহিনীতে দেখতে পাই, সবসময় ঈশ্বর কে তা জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশই ছিল অলৌকিকতার ফলাফল।

আপনার জীবনের একটি সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়েছিলেন।

কোন্ প্রতিবন্ধকতাটি আপনাকে অন্য কারো শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে বিরত রাখতে পারে?

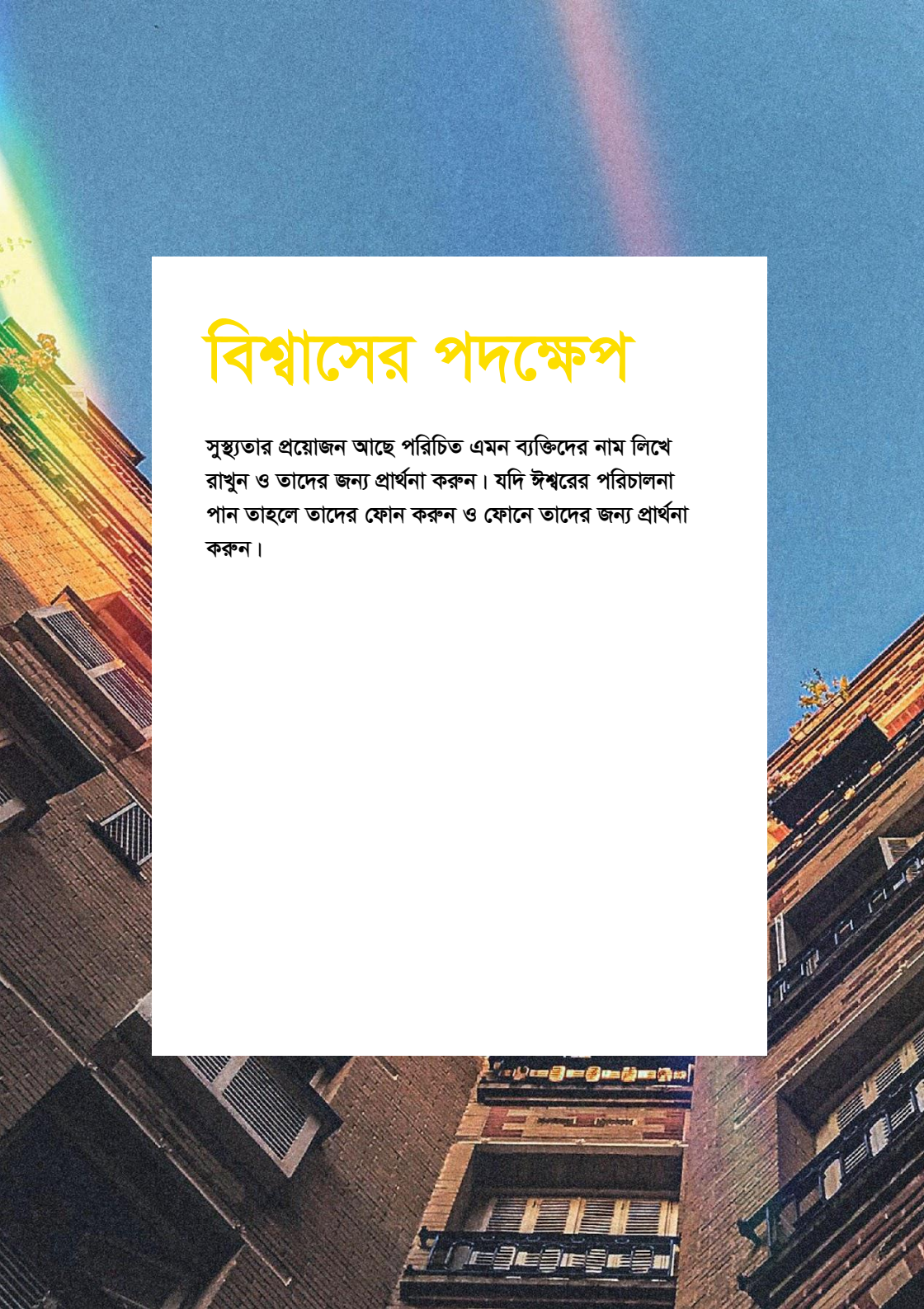

বিশ্বাসের পদক্ষেপ

সুস্থ্যতার প্রয়োজন আছে পরিচিত এমন ব্যক্তিদের নাম লিখে রাখুন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। যদি ঈশ্বরের পরিচালনা পান তাহলে তাদের ফোন করুন ও ফোনে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

প্রভু, আমি তোমাকে আমার সুস্থতাদানকারী হিসাবে বিশ্বাস করি। তুমি উত্তম এবং আমার অসুস্থতা, যন্ত্রনা, ভগ্নতা ও আঘাতকে সুস্থ করতে সক্ষম। আমার চারপাশের মানুষ যাদের তোমার প্রয়োজন রয়েছে তাদের প্রতি আমার দৃষ্টি উন্মোচন কর। আমি তোমার কাছে বিশ্বাসে প্রার্থনা করি যেন আমি তাদের সুস্থতার জন্য সাহসীকতার সাথে প্রার্থনা করতে পারি। আমি প্রার্থনা করি যেন তুমি মহিমান্বিত হও এবং বিশ্ব তোমার মহত্ব ও শক্তির বিষয়ে জানতে পারে। যীশুর নামে,

আমিন।

দিবস ৩:

সরবরাহ

প্রেরিত ৪:৩২-৩৭ পদ

[৩২]খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা সবাই মনেপ্রাণে এক ছিল। কোন কিছুই তারা নিজের বলে দাবি করত না বরং সব কিছুই যার
যার দরকার মত ব্যবহার করত। [৩৩]প্রেরিতেরা মহাশক্তিতে সাক্ষ্য দিতে থাকলেন যে, প্রভু যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত
হয়ে উঠেছেন, আর তাদের সকলের উপর ঈশ্বরের অশেষ দয়া ছিল। [৩৪-৩৫]তাদের মধ্যে কোন অভাবী লোক ছিল
না, কারণ যাদের জমি কিম্বা বাড়ী ছিল তারা সেগুলো বিক্রি করে টাকা-পয়সা এনে প্রেরিতদের পায়ের কাছে
রাখত। পরে যার যেমন দরকার সেইভাবে তাকে দেওয়া হত। [৩৬]যোষেফ নামে লেবির বংশের একজন লোক
ছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপে তাঁর বাড়ী ছিল। তাঁকে প্রেরিতেরা বার্ণবা, অর্থাৎ উৎসাহদাতা বলে ডাকতেন। [৩৭]তাঁর এক
খণ্ড জমি ছিল; তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে প্রেরিতদের পায়ের কাছে রাখলেন.

আরও পড়ুন:

লূক ১২:২২ পদ, যাত্রাপুস্তক ১৬:৪-১৬ পদ, ফিলিপীয় ৪:১৮-১৮ পদ ও ২ করিন্থীয় ৯:৬ পদ

আদিপুস্তকের মরুভূমির মান্না (যাত্রাপুস্তক ১৬:১৫ পদ) থেকে শুরু করে নতুন নিয়মের মাছের মুখে পয়সা পাওয়া পর্যন্ত (মথি ১৭:২৭ পদ) ঈশ্বরের সরবারহের বিষয়ে অলৌকিক ঘটনা বাক্যের সব জায়গা জুড়ে রয়েছে। বস্তুত, যীশু আমাদের শিক্ষা দেন যেন আমরা আমাদের দৈনিক প্রয়োজন মেটাতে প্রার্থনা করি এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি (লূক ১১:৩ পদ)।

আমরা যখনই সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাদের সরবরাহকারী, তখন খোলা হাতে আমাদের সম্পদ ধরে রাখা সহজ হয়ে যায়।

আমরা বিশ্বাসী হিসাবে বেড়ে উঠার সাথে সাথে সম্পদের প্রতি আমাদের ধারণা পরিবর্তন হয়। আমরা যা কিছু অর্জন করেছি বা যোগ্যতা বলে পেয়েছি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার পরিবর্তে, তখন আমরা দেখতে শুরু করি যে ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদের বিত্ত-বৈভব ও সম্পদ দিয়ে থাকেন রক্ষনাবেক্ষনের জন্য। তিনি আমাদের চাহিদা পূরণ করেন যাতে আমরা আশীর্বাদের কারণ হতে পারি এবং অন্যের চাহিদা পূরণ করতে পারি। ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন তা কেবল আমার জন্য নয়, আমার চারপাশের ভাই ও বোনদের, ঈশ্বরের পরিবারের মঙ্গলের জন্য।

একটি পরিবারে জিনিসপত্রে কম-বেশি সবারই মালিকানা থাকে। নিঃসন্দেহে, আপনি আপনার টুথব্রাশ বা মোজা অন্য কারও সাথে ভাগ নাও করতে পারেন, কিন্তু একটি বিষয় বিরল যে এক ভাই সোফার মালিক ও অন্য একজন চেয়ারের মালিক, বা এটা ভাবা অবান্তর যে কোনো বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েরা খাবার টেবিল ব্যবহার করতে চাইলে আগে তাদের নিকট থেকে অনুমতি চাইতে বলবে। পরিবারের এসব জিনিস-পত্রগুলি সাধারণত সবাই ব্যবহার করে বা পরিবারের সবাই এদের মালিক, অনেকটা যেমন আমরা প্রেরিত ৪ অধ্যায়ে বিশ্বাসীদের জীবন-ধারায় দেখতে পাই।

এই অনুচ্ছেদে অলৌকিক ঘটনা হলো যে "তাদের মধ্যে একজনও অভাবী লোক ছিল না" (প্রেরিত ৪:৩৪), যা ততটা বিস্ময়কর মনে নাও হতে পারে। যেখানে ছিল না বাতাসের কোনো শন্‌শনানি, ছিলনা কোনো স্বর্গদূত, দেখা যায়নি তাদের সভাস্থল কেঁপে উঠতে, কিন্তু এক অর্থে এসব বৈশিষ্ট্যই বিষয়টিকে অসাধারণ করে তুলেছে। একের সম্পদ অন্যকে বিলিয়ে দেওয়া এই উদারতা বিশ্বাসীদের তাদের চারপাশের বৈরী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল এমন এক শহরে যেখানে অন্যদের অভাবে এগিয়ে আসাটা ছিল রীতি বিরুদ্ধ, কিন্তু বিশ্বাসীদের সেই উদারতা ছিল খ্রীষ্টের অলৌকিক ভালবাসা আর সরবরাহের শক্তিশালী প্রদর্শন।

আমরা যখন আত্মা-পূর্ণ জীবন-যাপন করি তখন আমরা প্রত্যেকে এইরকম পরিবেশ জাগিয়ে তুলতে পারি। "আপনার উপর" (প্রেরিত ৪:৩৩) ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলাফল হল আমূল উদারতা। ঈশ্বর আমাদের চাহিদা, অন্যদের চাহিদা ও তার স্বর্গরাজ্য বিস্তারে প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের অলৌকিকভাবে সরবরাহ করে থাকেন।

আপনার জীবনে কী এমন কোনো সময় ছিল যখন ঈশ্বর আপনার জন্য অলৌকিকভাবে সরবরাহ করেছিলেন? সেই অভিজ্ঞতাটা কী ছিল?

আপনি যদি জানতেন যে ঈশ্বর আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করবেন তখন কী আপনি ভিন্নভাবে জীবন-যাপন করতেন?

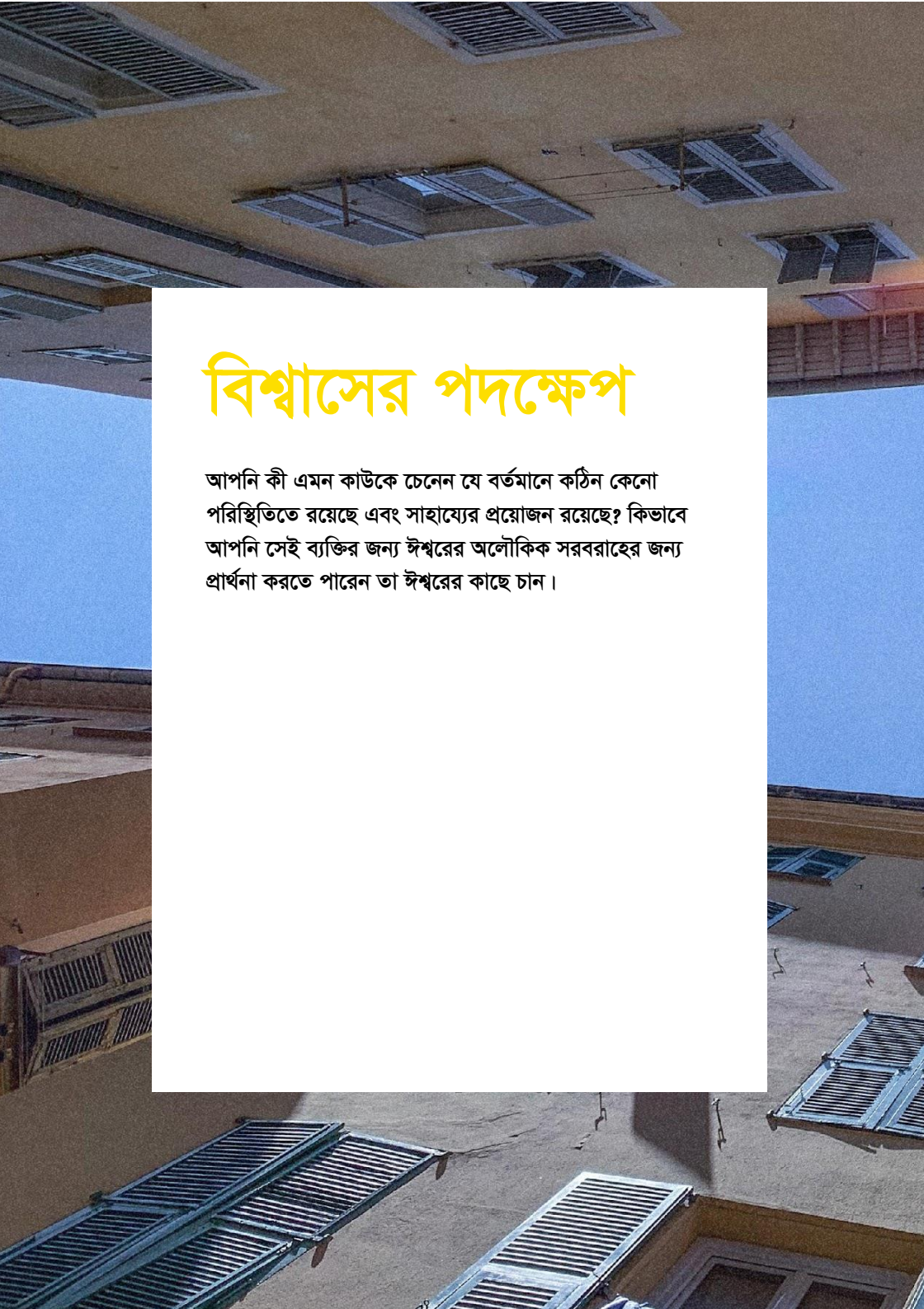

বিশ্বাসের পদক্ষেপ

আপনি কী এমন কাউকে চেনেন যে বর্তমানে কঠিন কেনো পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে? কিভাবে আপনি সেই ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের অলৌকিক সরবরাহের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন তা ঈশ্বরের কাছে চান।

যীশু, তুমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সরবরাহ: আমরা নিজেদের রক্ষা/বাঁচাতে অক্ষম ছিলাম তখন তুমি আমাদের ত্রানকর্তা হলে। আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরবাহের জন্য তোমাতে আমার বিশ্বাস শক্তিশালী করো। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর যাতে আমি অন্যদের কাছে আশীর্বাদ হতে পারি এবং তাদের কাছে তোমার আশির্বাদ প্রদর্শন করতে পারি। আমি প্রার্থনা করি যেন তোমার অলৌকিক সরবরাহের দ্বারা ও আমার মাধ্যমে তোমার মহিমা প্রকাশিত হয়,

আমিন।

দিবস ৪:
নির্দেশনা

প্রেরিত ৮: ২৬-৩১ ও ৩৪-৩৯ পদ

২৬একদিন প্রভুর একজন দূত ফিলিপকে বললেন, "ওঠো, দক্ষিণ দিকের যে পথ যিরূশালেম থেকে গাজা শহরের দিকে গেছে সেই পথে যাও।" পথটা ছিল মরুভূমির মধ্যে। ২৭তখন ফিলিপ সেই দিকে গেলেন। পথে ইথিয়পিয়া দেশের একজন বিশেষ রাজকর্মচারীর সংগে তাঁর দেখা হল। সেই কর্মচারী ছিলেন খোজা। ইথিয়পিয়ার কান্দাকী রাণীর ধনরত্নের দেখাশোনা করবার ভার ছিল এই লোকটির উপর। ঈশ্বরের উপাসনা করবার জন্য সেই কর্মচারী যিরূশালেমে গিয়েছিলেন। ২৮বাড়ী ফিরবার পথে তিনি রথে বসে নবী যিশাইয়ের বইখানা পড়ছিলেন। ২৯তখন পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন, "ঐ রথের কাছে যাও এবং তার সংগে সংগে চল।" ৩০এতে ফিলিপ দৌড়ে সেই রথের কাছে গেলেন এবং শুনতে পেলেন লোকটি নবী যিশাইয়ের বইখানা পড়ছেন। ফিলিপ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি যা পড়ছেন তা বুঝতে পারছেন কী?" ৩১সেই কর্মচারী বললেন, "কেউ বুঝিয়ে না দিলে কেমন করে বুঝতে পারব?" তিনি ফিলিপকে রথে উঠে তাঁর কাছে বসতে অনুরোধ করলেন।.

৩৪সেই কর্মচারী ফিলিপকে বললেন, "বলুন না, নবী কার বিষয়ে এই কথা বলেছেন? নিজের বিষয়ে, না অন্য কারও বিষয়ে?" ৩৫তখন ফিলিপ পবিত্র শাস্ত্রের সেই অংশ থেকে আরম্ভ করে তাঁর কাছে যীশুর বিষয়ে সুখবর প্রচার করলেন।৩৬-৩৭পথে যেতে যেতে তাঁরা এমন এক জায়গায় আসলেন যেখানে জল ছিল। তখন সেই কর্মচারীটি বললেন, "এই দেখুন, এখানে জল আছে; আমার বাপ্তিস্ম গ্রহণের বাধা কী আছে?" ৩৮তিনি রথ থামাতে বললেন। তার পরে ফিলিপ এবং সেই কর্মচারী জলের মধ্যে নামলেন ও ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। ৩৯যখন তাঁরা জল থেকে উঠে আসলেন তখন প্রভুর আত্মা হঠাৎ ফিলিপকে নিয়ে গেলেন। সেই কর্মচারী আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি আনন্দ করতে করতে বাড়ীর পথে চললেন।

আরও পড়ুন:

গীতসংহিতা ১১৯:১০৫ পদ, হিতোপদেশ ৩:৫-৬ পদ, প্রেরিত ৯:১০-১৯ পদ ও প্রেরিত ১৬:৬-১০ পদ

প্রেরিতের ৮ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর ফিলিপকে অলৌকিক কাজ করতে এবং শমরীয়তে সুসমাচার প্রচার করতে ব্যবহার করেন (পদ ৪-২৫)। চিহ্ন, আশ্চর্য কাজ এবং সুসমাচার প্রচার অনেক লোককে অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে, এবং এটা স্পষ্ট যে ঈশ্বর উল্লেখযোগ্য এবং শক্তিশালী উপায়ে কাজ করছেন। এরকম এক ফলপ্রসু পরিচর্যার সময়ের পর আপনি ভাবতে পারেন হয়তো ঈশ্বর তাকে আরও বড় কোনো শহরের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দিকে পরিচালিত করবেন, কিন্তু আসলে সেরকমটা ঘটেনি।

ঈশ্বর ফিলিপকে এমন একটি রাস্তার দিকে পরিচালিত করেন যা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং খুব কম মানুষ সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছিল। ২৬ পদে আমরা দেখতে পাই গাজা ছিল একটি মরুভূমি।

শমরীয় থেকে একটি শক্তিশালী সময়ে ফিলিপ বেরিয়ে আসেন আর তার পরবর্তী পরিচর্যা যাত্রায় তাকে পাঠানো হয় এক অপরিচিত রাস্তার মধ্য দিয়ে এক অপ্রত্যাশিত স্থানে। বিষয়টি অনেকটা দুর্বোধ্য মনে হয়, কিন্তু ঈশ্বরের নির্দেশনা মানুষের যুক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। ফিলিপ যখন তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন ঈশ্বর সবকিছু বাদ দিয়ে তার পথকে এমন এক দিকে নির্দেশ করেন যা ছিল তার নিজের পরিকল্পনার বাইরে।

বেশিরভাগ মানুষই প্রতিদিন ছোট-বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অনন্ত ঈশ্বরকে আপনার বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা কী জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? তিনি আপনাকে কোথায় পাঠাতে পারেন? আপনি কার সাথে দেখা করতে পারেন এবং তিনি আপনার জীবনের দ্বারা কী সম্পন্ন করতে চান?

এই কাহিনীতে আমরা লক্ষ্য করি যে ঈশ্বর ফিলিপকে মানুষের ভিড় থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে একজন মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য নির্দশনা দেন। সেই যাত্রায় তিনি কেবল মরুভূমির পথে একজন উচ্চ পদস্থ আদালতের কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করেন তা নয়, বরং তার কাছে ঈশ্বর তাঁর বাক্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রজ্ঞা দেন। ঈশ্বর--যিনি সর্বজ্ঞানী আদি ও অন্ত--যেখানে তিনি আমাদের পাঠান সেখানে কার্যকর সাক্ষ্য হওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশনা দেন।

ইথিয়পিয় সেই আদালতের কর্মকর্তা ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যার কাছে একজন অসম্ভাবনীয় ব্যক্তির দ্বারা এক অসম্ভাব্য জায়গায় ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল। বস্তুত, ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সে কর্মকর্তার সাথে ফিলিপের সেই আকস্মিক সাক্ষাত তার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেয় , যার দ্বারা তিনি তার শহর ও জাতিকে প্রভাবিত করেন। আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা নিজেদের সমস্ত পরিকল্পনার উর্ধে। যখন আমরা নিজেদের তাঁর পরিচালনায় সমর্পন করি, তখন ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের এমন অবস্থানে নিয়ে আসেন যা আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

নির্দেশনার অলৌকিক কাজের মাধ্যমে, ঈশ্বর আমাদের দিক-নির্দেশনা ও বাক্য দেন যখন আমাদের তাঁর বাক্য প্রচারের মূহুর্তে তা প্রয়োজন হয়।

এমন কোনো সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন ঈশ্বর আপনার সিদ্ধান্তে আপনাকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

বর্তমানে আপনার জীবনে বা বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রয়োজন আছে এমন ক্ষেত্র কোনটি?

বিশ্বাসের পদক্ষেপ

প্রার্থনায় সময় কাটান ও ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন এমন কোনো বিশেষ স্থান রয়েছে কিনা যেখানে তিনি সুসমাচার প্রচারের জন্য আপনাকে পরিচালিত করছেন।

স্বর্গস্থ পিতা, তুমিই শুরু এবং শেষ, চিরন্তন ঈশ্বর যিনি ইতিহাস শুরুর আগেই তার পরিকল্পনা করেছো আর আমার জীবনের সমস্ত দিবসের ব্যাপারে অবগত রয়েছো। তোমার ইচ্ছায় পথ চলার জন্য এবং আমার জীবনে তোমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে নির্দেশনা এবং আত্মবিশ্বাস দাও। তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে এবং তার বাধ্য থাকতে আমাকে সাহায্য কর। আমি যখন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই তখন তোমার অনুগ্রহের জন্য এবং আমার পথ আলোকিত করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি যখন এই জীবন-যাপন করছি ও তোমার জন্য বেঁচে থাকছি তখন তুমি আমাকে নির্দেশনা দাও। যীশুর নামে,

আমিন।

দিবস ৫:
উদ্ধার

প্রেরিত ১৬:২৫-৩২ পদ

২৫তখন প্রায় রাত দুপুর। পৌল ও সীল প্রার্থনা করছিলেন এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসা-গান করছিলেন। অন্য
কয়েদীরা তা শুনছিল। ২৬এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণ ভূমিকম্প হল এবং তাতে জেলখানার ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে
উঠল। তখনই জেলের সমস্ত দরজা ও কয়েদীদের শিকল খুলে গেল। ২৭জেল-রক্ষক জেগে উঠলেন এবং জেলের
দরজাগুলো খোলা দেখতে পেয়ে ছোরা বের করে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। তিনি মনে করলেন সমস্ত কয়েদীই
পালিয়ে গেছে। ২৮তখন পৌল চিৎকার করে বললেন, "থামুন, নিজের ক্ষতি করবেন না; আমরা সবাই এখানে
আছি।" ২৯তখন সেই জেল-রক্ষক একজনকে বাতি আনতে বলে নিজে ছুটে ভিতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে
কাঁপতে পৌল ও সীলের পায়ে পড়লেন। ৩০তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন,
পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?"৩১তাঁরা বললেন, "আপনি ও আপনার পরিবার প্রভু যীশুর
উপর বিশ্বাস করুন, তাহলে পাপ থেকে উদ্ধার পাবেন।" ৩২পৌল আর সীল তখন জেল-রক্ষক ও তাঁর বাড়ীর
সকলের কাছে প্রভুর বাক্য বললেন।.

আরও পড়ুনঃ

গীতসংহিতা ১৫০:১-৬ পদ, কলসীয় ৩:১৬ পদ, গীতসংহিতা ২৮:১-৯ পদ, ও যাত্রাপুস্ত ১৪:১৩-২২ পদ

ফিলিপীতে পরিচর্যা করার দরুন পৌল ও সীল তখন জেলে বন্দী। মারধর করার পর তাদের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়, তাদের পা মেঝেতে বেঁধে রাখা হয় এবং তাদের চারপাশে ছিল অন্যান্য কয়েদীরা। বাইরে তাকানোর কোনো ধরনের জানালা ছাড়া যে কক্ষটিতে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল দিনের বেলাও তা অন্ধকার হয়ে থাকতো, তাই মাঝরাত্রি ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তারা শিকলের শব্দ ব্যতীত কোনো কিছুই শুনতে পেতো না।

বিশ্বজুড়ে আজ অনেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য ধর্মীয় নিপীড়ন এবং কারাবাস এক সত্যিকারের হুমকি। আবার অনেকে হয়তো শারীরিক কারাবাসের মুখোমুখি না হলেও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। আমরা সবাই এমন এক অস্থির সময় পার করছি যা চাইলেই আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় কাটিয়ে উঠতে পারি না। কিন্তু এই অন্ধকার সময়ে, ঈশ্বর আমাদের সাথে দেখা দেন অলৌকিকভাবে।

তাদের পরিস্থিতিতে পৌল ও সীল যখন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নেন তখন বন্দীদের পায়ের শিকল খুলে যায়, শুধু যে তাই ঘটেছিল তা নয়। এই অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে জেলরক্ষককেও মুক্তি/পরিত্রান দেওয়া হয়।

এই অলৌকিক ঘটনা দেখার পর এবং বন্দীদের তখনও কক্ষে অবস্থান করতে দেখে কারারক্ষক তাদের জিজ্ঞেস করেন, "মহোদয়গণ, পরিত্রান পেতে আমাকে কি করতে হবে?" কারারক্ষক ঈশ্বরের শক্তি এবং ভালবাসা নিজের চোখে দেখেছিলেন। এই অলৌকিক ঘটনাটি কারারক্ষক এবং তার পরিবারের জীবনে এক অফুরন্ত প্রভাব ফেলেছিল। ঘটনাটি পুরো পরিবারের জন্য পরিত্রাণের উপহার পাওয়ার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আমাদের শারীরিক এবং আত্মিকভাবে মুক্ত করার/পরিত্রান দেওয়া ক্ষমতা ঈশ্বরের রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, আমরা যখন কাহিনীটি পড়তে থাকি তখন আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র আত্মা ঐশ্বরিকভাবে পরের দিন সকালে পৌল ও সীলকে মুক্ত হওয়ার জন্য সব্যস্ত করেছেন। এমনকি সবচেয়ে অসম্ভব পরিস্থিতিতেও ঈশ্বর আমাদের ভুলে যান না। যখন পৌল ও সীল ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তিনি কেবল তাদেরকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেন না বরং তিনি তাদের পুরো পরিবারের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে ব্যবহার করেন।

ঈশ্বর আপনাকে অন্ধকার ও অস্থির সময় থেকে উদ্ধার করেছেন এমন কোনো সময়ের কথা ভাবুন। তাঁর উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপাসনায় সময় কাটান।

আপনার জীবনে এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যেখানে আপনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা কঠিন মনে করেন? প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে সে ক্ষেত্রে বিজয় দেখতে সাহায্য করেন।

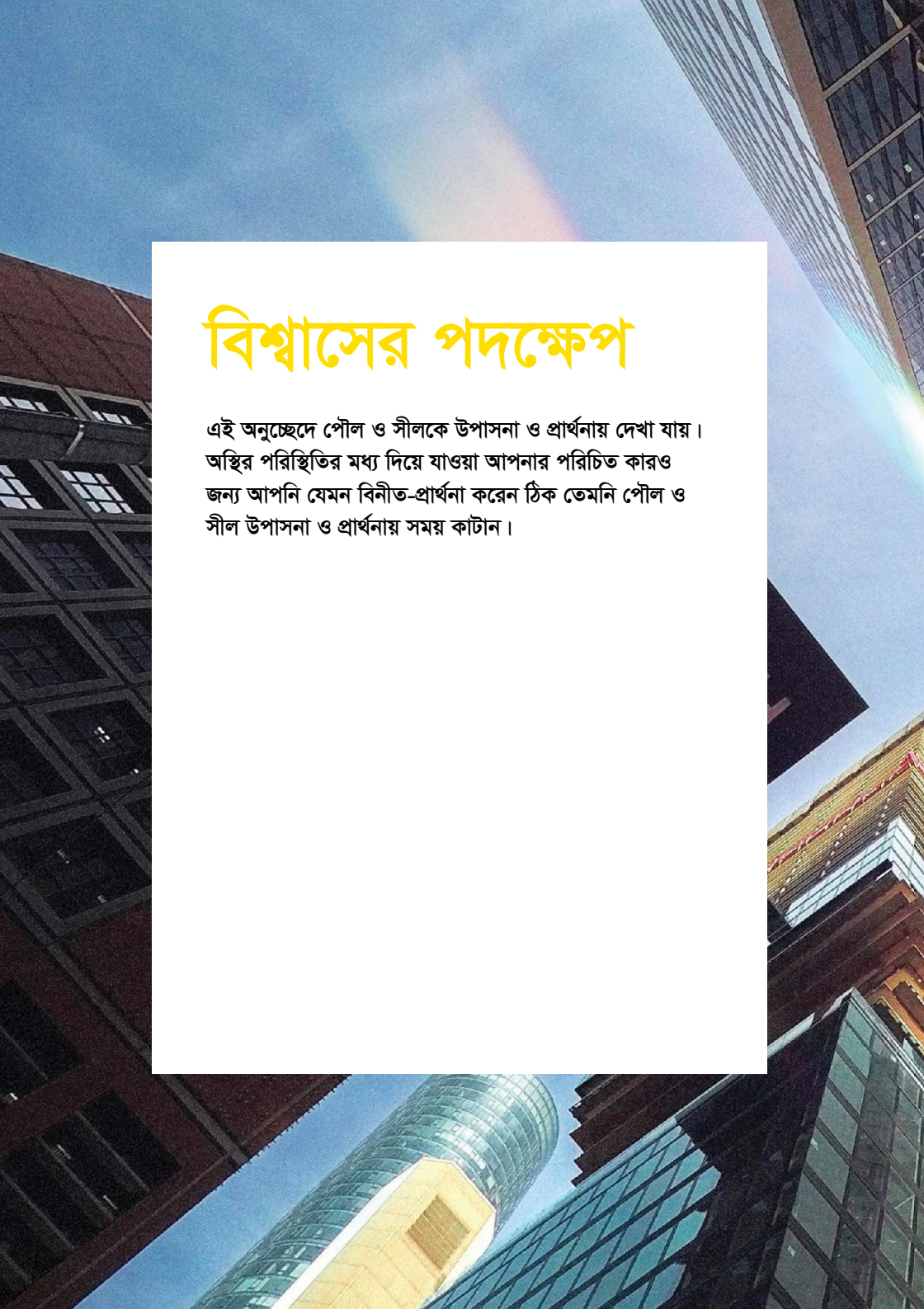

বিশ্বাসের পদক্ষেপ

এই অনুচ্ছেদে পৌল ও সীলকে উপাসনা ও প্রার্থনায় দেখা যায়। অস্থির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া আপনার পরিচিত কারও জন্য আপনি যেমন বিনীত-প্রার্থনা করেন ঠিক তেমনি পৌল ও সীল উপাসনা ও প্রার্থনায় সময় কাটান।

ঈশ্বর, তোমার জন্য খুব কঠিন কিছু নেই। আমি প্রার্থনা করি যারা অন্ধকার পরিস্থিতিতে রয়েছে তারা যেন তোমার উদ্ধারের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। যে ধরনের বন্দীত্বের মাঝে তারা থাকুক না কেনো আমি প্রার্থনা করি যেন তারা তা থেকে উদ্ধার পায়, আর বিশ্ব যেন তোমার মতো মহা উদ্ধারকর্তাকে দেখতে পায়। খ্রীষ্টতে যে স্বাধীনতা অর্জন রয়েছে তা আমি গ্রহণ করি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, তুমি পৃথিবীতে আত্মিক এবং জাগতিক স্বাধীনতা নিয়ে আসতে পার। যীশুর নামে আমি প্রার্থনা করি,

আমিন।

উপসংহার

সুরক্ষা

প্রেরিত ২৮:১-৯ পদ

১আমরা নিরাপদে পারে পৌঁছে জানতে পারলাম দ্বীপটার নাম মাল্টা। ২সেই দ্বীপের লোকেরা আমাদের সংগে খুব ভাল ব্যবহার করল। তখন বৃষ্টি পড়ছিল এবং ঠাণ্ডা ছিল বলে তারা আগুন জ্বেলে আমাদের সবাইকে ডাকল। ৩পৌল এক বোঝা শুকনা কাঠ জড়ো করে আগুনে দেবার সময় একটা বিষাক্ত সাপ আগুনের তাপে সেই বোঝা থেকে বের হয়ে পৌলের হাত কামড়ে ধরল। ৪সাপটাকে পৌলের হাতে ঝুলতে দেখে সেই দ্বীপের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, "এই লোকটা নিশ্চয়ই খুনী, কারণ সাগরের হাত থেকে রক্ষা পেলেও ন্যায়দেবতা তাকে বাঁচতে দিলেন না।" ৫কিন্তু পৌল যখন হাত ঝাড়া দিয়ে সাপটা আগুনে ফেলে দিলেন তখন তাঁর কোনই ক্ষতি হল না। ৬লোকেরা ভাবছিল তাঁর দেহ ফুলে উঠবে বা হঠাৎ তিনি মারা যাবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তাঁর কিছু হল না দেখে তারা মত বদলে বলতে লাগল, "উনি দেবতা।"

৭সেই জায়গার কাছেই পুবি-য় নামে সেই দ্বীপের প্রধান লোকের একটা জমিদারি ছিল। পুবি-য় তাঁর বাড়ীতে আমাদের ডাকলেন এবং তিন দিন ধরে খুব আদরের সংগে আমাদের সেবা-যত্ন করলেন। ৮সেই সময় পুবি-য়ের বাবা জ্বর ও আমাশা রোগে বিছানায় পড়ে ভুগছিলেন। পৌল ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর গায়ে হাত দিয়ে তাঁকে সুস্থ করলেন। ৯এই ঘটনার পরে সেই দ্বীপের বাকি সব রোগীরা এসে সুস্থ হল।

আরও পড়ুন:

গননাপুস্তক ২১:৬-৯ পদ, গীতসংহিতা ৯১:১৩-১৫ পদ ও দানিয়েল ৬:১-২২ পদ

প্রার্থনা ও উপবাসের এই সপ্তাহ যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে আমরা প্রেরিত পুস্তকের কয়েকটি অলৌকিক কাজের মূহুর্ত পর্যাবেক্ষণ করেছি। ঘটনাগুলি কেবল উৎসব হিসেবে সংঘটিত হয়নি বরং তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য হয়েছিল: আমাদের জন্য, আমরা যাতে তাঁকে জানতে পারি ও তাঁকে জানাতে পারি।

কিন্তু আপনি যখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সাথে যীশুর অনুসারী হিসেবে জীবন-যাপন করবেন, স্বভাবতই আপনি বিরোধিতার জন্ম দিবেন। কিন্তু ঈশ্বরের সুরক্ষা আমাদের শান্তনা দেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে জীবন ধারনের আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে।

আমরা প্রেরিত ২৮ অধ্যায়ে দেখতে পাই যে পৌল যখন রোমে যাচ্ছিলেন তখন মাল্টা দ্বীপে তিনি জাহাজ ডুবির শিকার হয়েছিলেন। গোখরা সাপের কামড়েও তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। যেমনটি আমরা প্রতিটি অলৌকিক ঘটনায় দেখতে পাই তা হলো ঈশ্বর সবসময় পরিকল্পিত ভূমিকা পালন করেছেন। প্রত্যেক অলৌকিক কাজের পেছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বর পৌলকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু তা ছিল তিনি মাল্টায় যা করেছিলেন তার সূচনা কেবল। তারপর পৌল পুবলিয়াসের বাবাকে সুস্থ করতে যান, তারপর তিনি সমগ্র দ্বীপজুড়ে মানুষের কাছে ঈশ্বরের শক্তি প্রদর্শন ও ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেন।

এই "মানুষের বিষয়ে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ" পৌলকে সাপের কামড় থেকে সুরক্ষা দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি। ঈশ্বরের মহিমায় অনেককে সুস্থতা দান করা পর্যন্ত তা প্রসারিত হয়েছিল। তারপর পৌল রোম শহরে যাত্রা অব্যাহত রাখেন তারপরে রোমে চলে যান, ঈশ্বরের সুরক্ষায় আস্থা রেখে ও সাহসের সাথে এবং কোনো বাধা-বিঘ্নতা ছাড়াই সুসমাচার প্রচার করেন।

যখন আমরা যীশুর অনুসারী হিসাবে জীবন-যাপন শুরু করি তখন আমরা বিরোধিতার জন্ম দিলেও আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সুরক্ষাকে আহ্বান জানাই। ঈশ্বর আমাদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন ঠিক যেভাবে তিনি পৌলকে সাপের বিষ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাদের সাথে আছেন যাতে আমরা তাঁর জন্য জীবন ধারন করতে পারি - ঈশ্বরকে জানতে এবং তাঁকে জানাতে পারি।

কৃতজ্ঞতার সাথে এমন কোনো সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন ঈশ্বর আপনাকে কোনো ক্ষতিকর পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন।

আপনার জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র রয়েছে যার জন্য আপনি ঈশ্বরের অলৌকিক কাজের জন্য বিশ্বাস করছেন? তাঁর ভালবাসা ও শক্তির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে সময় নিন।

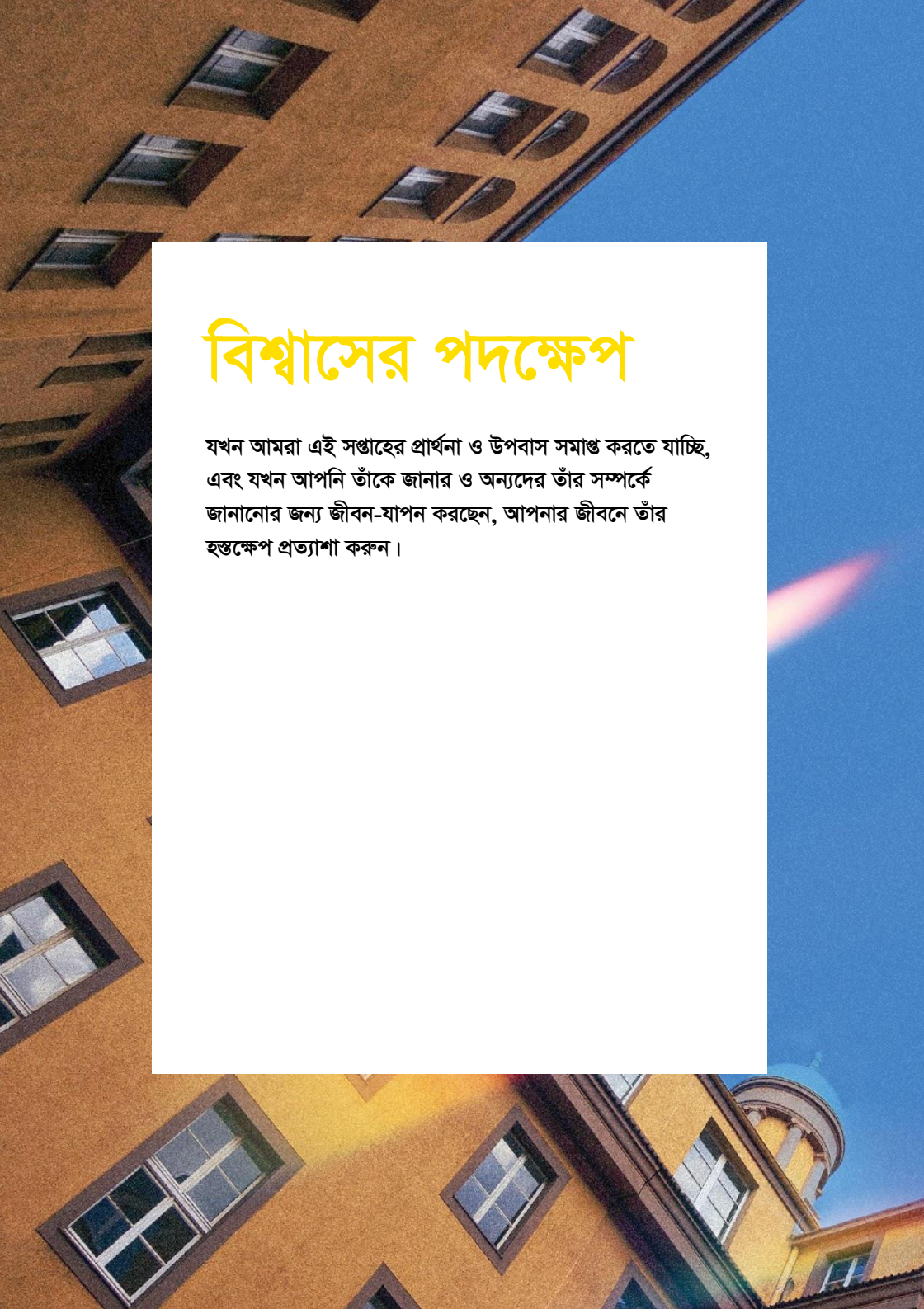

বিশ্বাসের পদক্ষেপ

যখন আমরা এই সপ্তাহের প্রার্থনা ও উপবাস সমাপ্ত করতে যাচ্ছি, এবং যখন আপনি তাঁকে জানার ও অন্যদের তাঁর সম্পর্কে জানানোর জন্য জীবন-যাপন করছেন, আপনার জীবনে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করুন।

ঈশ্বর, তোমার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে জগতে হস্তক্ষেপ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। শক্তিশালী করার জন্য পবিত্র আত্মা ও পবিত্র আত্মার উপহারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই। তুমি শক্তিশালী সুস্থদানকারী, সরবরাহকারী, নির্দেশনাদানকারী, উদ্ধারকারী এবং সুরক্ষা দানকারী যা আমার প্রয়োজন। অলৌকিক কাজের মাধ্যমে তুমি আমাকে তোমার ভালবাসা প্রদর্শন করো - আমার চোখ খুলে দাও যেন আমি তোমার সক্রিয় হাত দেখতে পাই। এই পৃথিবীতে তোমার সাক্ষী হওয়া এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমাকে সাহস দাও। তোমার উদ্দেশ্যে জীবন-যাপনের সময় আমার সঙ্গে থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই। যীশুর নামে,

আমিন।

অলৌকিক কার্য

EVERY NATION

এভ্রি ন্যাশন হলো একটি বিশ্বব্যাপী মন্ডলী এবং পরিচর্যা পরিবার যা খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক, আত্মায় পরিচালিত, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করা ও সব জাতিতে, ক্যাম্পাস পরিচর্যার মাধ্যমে ঈশ্বরকে গৌরব দেওয়ার জন্যই এর অস্তিত্ব।

#ENfast2023

EveryNation.og/Fasting